তারিখ 27 JAN 2017
পৃষ্ঠা ১ ... কলাম ... ২

দৈনিক
আমাদের সময়

১২৬ শিক্ষার্থীর এক শিক্ষক

এম এইচ রবিন ●

এক এক করে চার শিক্ষক অবসরে গেছেন। নতুন করে নিয়োগ দেওয়া হয়নি কাউকে। প্রাক-প্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণি ওই স্কুলটিতে রয়েছে ১২৬ শিক্ষার্থী। ওই শিক্ষার্থীদের ভরসা মাত্র একজন শিক্ষক। প্রতিদিন সব শ্রেণির ক্লাস নেওয়া তো দূরের কথা, শিশুদের সামাল দিতেই হিমশিম খাচ্ছেন ওই শিক্ষক। এমন চিত্র উপকূলীয় জেলা পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার বৌলতলী সৈয়দপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের।

শুধু ওই বিদ্যালয়েই নয়, এমন চিত্র দেশের অনেক বিদ্যালয়ে। প্রাথমিকে মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিতের প্রধান অন্তরায় শিক্ষক সংকট। ধীরগতির নিয়োগ প্রক্রিয়া এবং প্রশাসনিক অব্যবস্থাপনার জন্য এমন এক-দুজন শিক্ষক দিয়ে চলছে একেকটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। বিশেষ করে উপকূলীয় এলাকায় এমন চিত্র দেখা যায়।

ওপরে উল্লিখিত পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার বৌলতলী সৈয়দপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একমাত্র শিক্ষক কাজী হারুন-অর রশিদ জানান, ২০১২ সাল থেকে এ স্কুলে পদ শূন্য। স্থানীয় প্রশাসনকে অনুরোধ করলেও কোনো শিক্ষক দেওয়া হয়নি। ৩য় থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত ৬টি করে মোট ১৮টি সাধারণ বিষয় আছে। এ ছাড়া আছে শারীরিক শিক্ষা, সংগীত। এসব ক্লাস নেওয়া একজন শিক্ষকের পক্ষে তো সম্ভব নয়।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের (ডিপিই) তথ্যানুযায়ী, একই উপজেলার গোলবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (২), ফুলবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পশ্চিম চাকামইয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ধানখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ অন্তত ২০টি স্কুল একজন থেকে দুজন শিক্ষক দিয়ে চলছে। অথচ ৪-৬ জন শিক্ষকের পদ রয়েছে এসব স্কুলে। শিক্ষক সংকট শুধু কলাপাড়াতেই নয়, সারা দেশের মফস্বল এলাকার একই চিত্র।

ডিপিই তথ্য মতে, সারা দেশে পুরনো সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৩ হাজার ৮শ, জাতীয়করণ করা প্রাথমিক বিদ্যালয় ২৫ হাজার ৮৫১টি এবং বিদ্যালয়বিহীন ১৫শ গ্রামে স্কুল নির্মাণ প্রকল্পের ১২শ স্কুল চালু করা হয়েছে। এসব স্কুলে প্রধান শিক্ষকের এরপর পৃষ্ঠা ৬, কলাম ৪

১২৬ শিক্ষার্থীর এক শিক্ষক

(শেষ পৃষ্ঠার পর) ৬০ হাজার ৪৬টি অনুমোদিত পদের মধ্যে ১৭ হাজার ৫শ পদ শূন্য। সহকারী শিক্ষকের ২ লাখ ২৭ হাজার ২৯৬টি পদের মধ্যে ২৫ হাজার ২৯৫টি পদ শূন্য। বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে নির্মিত স্কুল চালু করা হলেও একজন শিক্ষকও নিয়োগ দেওয়া হয়নি। অন্য স্কুলের ধার করা শিক্ষক দিয়ে ক্লাস নেওয়া হচ্ছে।

প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক সংকটকে এই স্তরে মানসম্পন্ন শিক্ষার প্রধান অন্তরায় বলে মনে করেন শিক্ষাবিদ ড. মোজাম্মেল হক চৌধুরী। তিনি বলেন, এমন দীনতার জন্য শিক্ষার প্রশাসনের দুর্বল ব্যবস্থাপনাও দায়ী। নিয়োগ প্রক্রিয়া ধীরগতি। শিক্ষার মানের কথা বলছি, অথচ প্রয়োজনীয় শিক্ষক দিতে পারছি না। এভাবে মানোন্নয়ন করা যাবে না।

কলাপাড়া উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) আরিফুজ্জামান ফোনে জানান, শিক্ষকরা অবসরে যাওয়ায় পদগুলো শূন্য হয়েছে। ২০১২ সাল থেকে মামলার কারণে সরকার শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগ দিতে না পারায় সংকট তৈরি হয়েছে। যেসব স্কুলে একজন বা দুজন শিক্ষক রয়েছে সেখানে অন্য স্কুলের শিক্ষকদের অলিখিতভাবে ক্লাস নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছি। জাতীয়করণকৃত স্কুলে শিক্ষক সংকট বেশি বলেও জানান তিনি। কলাপাড়ার পশ্চিম চাকামইয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মো. শাহ আলম জানান, ৪ জন শিক্ষকের মধ্যে তিনজন অবসরে যাওয়ার পরে একাই স্কুল সামাল দিচ্ছি। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে অনেক অনুরোধ করার পরে গত জুলাই মাসে অন্য স্কুলের একজন শিক্ষককে আমার স্কুলে ক্লাস নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তারপরও দুজন শিক্ষকের পক্ষে এক সঙ্গে তিনটি শ্রেণির ক্লাস নেওয়া সম্ভব নয়। বাধ্য হয়ে এক ক্লাসের শিক্ষার্থীদের কিছু লিখতে দিয়ে অন্য ক্লাসে ছুটে যাই।

তিনি আরও বলেন, ক্লাসের বাইরেও সরকারি অনেক কাজ করতে হয়। স্কুলের কাজের জন্য উপজেলা শিক্ষা অফিসে যেতে হয়। আমাকে সার্বক্ষণিক স্কুলের কাজ করতে হয়। একই কথা জানিয়েছেন বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলার উত্তর-পূর্ব গুলিশাখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মোসাম্মৎ আকলিমা বেগম।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব নজরুল ইসলাম খান আমাদের সময়কে বলেন, একাধিক মামলা থাকায় সহকারী শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ ছিল। মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় প্যানেল শিক্ষকদের নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ পর্যায়ে। এখন পুল শিক্ষকদের নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। এসব নিয়োগ শেষ হলেই শূন্য ও সৃষ্ট পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করব। তখন শিক্ষক সংকট থাকবে না বলে তিনি দাবি করেন।

উল্লেখ্য, মামলাকে কেন্দ্র করে ২০০৯ সাল থেকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ হয়ে যায়। ২০১৪ সালের ৯ মার্চ প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার মাধ্যমে প্রধান শিক্ষকের পদটি দ্বিতীয় শ্রেণির নন-গেজেটেড পদমর্যাদায় উন্নীত করা হয়। এরপর নানা জটিলতার কারণে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (পিএসসি) মাধ্যমে এ পদে নিয়োগ দেওয়া বন্ধ থাকে। সম্প্রতি পিএসসি ৩৪তম বিসিএস থেকে ৮৯৮ জনকে প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে। এসব পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আদালতের নির্দেশে ৪০ হাজার প্যানেল শিক্ষকের মধ্যে ৩৪ হাজার সহকারী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। পুলের ২০ হাজারের মধ্যে ৪ হাজার শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। বাকিদের নিয়োগ দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।